দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 29 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষার্থী-অনুকূল ভাতা ও সমৃদ্ধির বাংলাদেশ

ড. মুহম্মদ মনিরুল হক

উন্নয়ন ধারণাটি ব্যাপক, বহুমাত্রিক এবং আপেক্ষিক বিষয়। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে মানবসম্পদ উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যে কোনো রাষ্ট্রের দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য প্রয়োজন যথাযথ শিক্ষাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা। শিক্ষা মানুষের মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ তৈরি করে, যা উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল তথা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য শিক্ষাবৃত্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাবৃত্তি বা বৃত্তি হলো শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার জন্য এক ধরনের আর্থিক পুরস্কার। বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিক্ষার্থীর মেধা, আর্থিক অবস্থা, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি। শিক্ষাবৃত্তি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন– মেধাভিত্তিক, প্রয়োজনভিত্তিক, শিক্ষার্থীভিত্তিক, কর্মজীবনভিত্তিক এবং স্থানীয় বৃত্তি। আমাদের দেশে প্রচলিতভাবে বৃত্তিপ্রাপ্ত বলতে বোঝায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভালো ফলাফলের জন্য প্রতিষ্ঠান বা সরকার বা অন্য কোনো সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অর্থ। অন্যভাবে বৃত্তিপ্রাপ্ত বা বৃত্তিভোগী বলতে বোঝায় শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে নিয়মিত অর্থ সাহায্য পায় তাই। মূলত মেধাবীদের শিক্ষা খরচ লাঘব এবং আরও বেশি উৎসাহী করার জন্য এই ভাতা প্রদান করা হয়। অর্থের অভাবে শিক্ষাবঞ্চিতদের শিক্ষায় আকৃষ্ট করা ও শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে নতুন কর্মসূচি চালু হয় যার নাম উপবৃত্তি। উপবৃত্তি শব্দটি যদিও অভিধানে নেই কিংবা সংযোজিত হয়নি কিন্তু তা দ্বারা বোঝানো হয় শিক্ষার জন্য মাসিক বা বার্ষিক অর্থসাহায্য প্রদান করা। মূলত একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা যেন অর্থ আয়ের দিকে ঝুঁকে না পড়ে পড়াশোনায় নিয়মিত থাকে সে লক্ষ্যে এই ভাতা প্রদান করা হয়। সাধারণত এই ভাতা মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বছরভিত্তিক প্রদান করা হয়। কিছু কিছু প্রকল্পে উপবৃত্তি ভাতার অর্থ খরচ করার জন্য শিক্ষার্থী বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের জন্য দিকনির্দেশনাও থাকে। এ ক্ষেত্রে বছর শেষে নতুন শ্রেণিতে ভর্তি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেতন পরিশোধ, নতুন বই কেনা ইত্যাদি খাতের উল্লেখ থাকে। সেসব কারণে বলা যায়, উপবৃত্তি হলো পাঠার্থী/শিক্ষার্থী/বিদ্যার্থীর অনুকূলে খরচ বা ভাতা যা সরকার বা দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদান করা হয়। যাকে এককথায় শিক্ষার্থীনুকূল ভাতা বলা যায়।

একটি দেশের পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে দ্রুতগতিতে সামনে নিয়ে আসার জন্য কিংবা বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যেমন– সাম্প্রতিক সাইবার ক্রাইম রোধের জন্য ব্রিটিশ শিক্ষার্থীদের প্রতি সপ্তাহে আড়াইশ পাউন্ড করে দেওয়ার ঘোষণা দেয় ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা গভর্নমেন্ট কমিউনিকেশনস হেডকোয়ার্টার্স। এ জন্য শর্ত দেওয়া হয় যে, শিক্ষার্থীদের 'সাইবার সামার স্কুল'-এ যোগ দিতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যন্ত একটি এলাকায় কুমারী মেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। উখুকেলা পৌর কর্তৃপক্ষ সেখানে এমন এক ধরনের বৃত্তি চালু করেছে যা পাওয়ার একমাত্র যোগ্যতা কুমারীত্ব রক্ষা করা। বাংলাদেশে শিক্ষার্থীর জন্য মেধাবৃত্তির ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান থাকলেও উপবৃত্তির ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় স্বাধীনতার পরে। মূলত পিছিয়ে পড়া নারীদের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা, বাল্যবিবাহ রোধ ও নারীর ক্ষমতায়নের কনসেপ্ট থেকে এ ব্যবস্থা চালু হয়। বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের উপযোগী করতে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের জন্য চালু হয় উপবৃত্তি কার্যক্রম।

তবে নারী শিক্ষায় নবযুগের সূচনা হয় ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের জন্য চালু হয় উপবৃত্তি। পরবর্তীকালে এ প্রকল্পের উপবৃত্তি প্রাপ্তিতে ছাত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবনী ধারণা, সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছে। দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী যেন পিতামাতা বা অভিভাবকের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার সুযোগ তথা সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে কাজ করছে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) হিসাব মতে, দেশে সর্বমোট শিক্ষার্থী ৩,৬৬,৪৬,৫১৯ জন। তার মধ্যে ছাত্রী ১,৮৪,৩৮,৬৩৭ জন এবং ছাত্র ১,৮২,০৭,৮৮২ জন। প্রাথমিক পর্যায়ে ১,৯০,৬৭,৭৬১ জন, স্কুল পর্যায়ে ৯৭,৪৩,০৭২ জন, কলেজ পর্যায়ে ৩৬,৭৮,৮৬৯ জন, মাদ্রাসায় ২৪,০৯৩৭৩ জন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮,৭২,৮৯১ জন। এছাড়া টেকনিক্যাল এবং ভোকেশনাল পর্যায়ে ৭,১৬,৯৯০ জন, প্রফেশনাল পর্যায়ে ১,২২৮২৯ জন এবং শিক্ষক শিক্ষায় ৩৪,৭৩৪ জন। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সর্বমোট ৩,৬৬,৪৬,৫১৯ জন ছাত্রছাত্রীর বিপরীতে ১,১৭,৪৮,৪৮৯ জন শিক্ষার্থীকে মোট ১,৮৭৯,৭৬,৩৫,৩০০ টাকা শিক্ষার্থীনুকূল ভাতা প্রদান করা হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বৃত্তি, উপবৃত্তি বা মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোট ছাত্রছাত্রীর ৩২.০৫ শতাংশ। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এই বৃত্তি, উপবৃত্তি বা মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এ ছাড়া অন্য কিছু মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরেও শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচি চালু আছে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী দেশে দারিদ্র্যের হার ২৩ দশমিক ৬ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ১২ দশমিক ৩ শতাংশ। অন্যদিকে বিভিন্ন বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৩২ শতাংশ। সে হিসেবে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী সব শিক্ষার্থীই সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় লেখাপড়া করার সুযোগ পাওয়ার কথা। মেধাবৃত্তি, উপবৃত্তি ও অন্যান্য বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মনীতি প্রণয়ন ও একটি সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করলে দেশের কোনো শিক্ষার্থীরই অর্থের অভাবে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা নয়। একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিদ্যমান শিক্ষার্থীনুকূল ভাতা প্রদান অব্যাহত থাকলে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'মধ্যম আয়ের দেশ' এবং ২০৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'উন্নত সমৃদ্ধ দেশে' পরিণত হওয়ার পথে এক ধাপ এগিয়ে থাকবে বাংলাদেশ।

লেখক : সহকারী পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
dr.mmh.ju@gmail.com